দৈনিক সংবাদ

036

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

8 NOV 1988
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 4 ... কলাম ... 1 ...

বি,সি,এস পরীক্ষা পেছানোর দাবী

পি,এস, সি কর্তৃপক্ষ আগামী ২৭শে ডিসেম্বর বি,সি,এস ৮৮/৮৯-এর লিখিত পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করে পরীক্ষার্থীদের আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলেছেন। বিগত বন্যার কারণে ১ মাসেরও বেশী সময় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ছিল, বিভিন্ন অসুবিধার কারণে ছাত্রছাত্রীরা বিগত সময়গুলোতে পড়ালেখা করতে পারেনি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ খোলার পর সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ডিসেম্বরে মাষ্টার্স পরীক্ষা শুরু হবে। এই অবস্থায় পরীক্ষার্থীরা তাদের একাডেমিক পরীক্ষা সামলাবে না বি, সি, এস পরীক্ষা দেবে? ঘোষিত তারিখে বি, সি, এস অনুষ্ঠিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। অথচ তারাই এই পরীক্ষার প্রধান প্রতিযোগী, সুতরাং এই বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আসন্ন বি,সি,এস পরীক্ষা অন্তত ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত পিছানোর আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

বিনীত--
মো: মাসুদুর মাহমুদ চৌ:,
৩য় বর্ষ ফিনান্স,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার নম্বরপত্রে ভুল

আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৭ সালে (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) অনুষ্ঠিত এম, এ ফাইন্যাল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হই। ১২ জুলাই '৮৮তে ফলাফল প্রকাশিত হয়। তবে আমার মার্কসীটে একটি অবাঞ্ছিত ও অসঙ্গত ভুল ধরা পড়ে। এতে দেখা যায় আমি দ্বিতীয় পত্রে পেয়েছি ২৭ নম্বর। দ্বিতীয় পত্রের ঐ ২৭ অন্যান্য নম্বরে যোগ করলে যে যোগফল পাওয়া যায় তা প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বরের চাইতে (যা ঐ মার্কসীটে লেখা ছিল) ৩০ কম। এক কথায় সঠিক হিসেব মতে আমার দ্বিতীয় পত্রের প্রাপ্ত নম্বর হবে ৫৭। আমি সে বিশ্বাসে ও আমার মার্কসীট অফিসে (একাডেমিতে) জমা দেই এবং তা সংশোধনের আবেদন করি। ফলাফল যা তা নিতান্ত অগ্রহণযোগ্য। কারণ, আমাকে পরবর্তীতে যে সংশোধিত (!) মার্কসীট প্রদান করা হয় তাতে আমার দ্বিতীয় পত্রের প্রাপ্ত নম্বর লিখে দেয়া হয় ৪৭ এবং মোট প্রাপ্ত নম্বর আগের লেখার চাইতে ১০ কমিয়ে দেয়া হয়। আমি তার কারণ জানতে চাইলে আমাকে বলা হয় 'এটাই ঠিক আছে।' আমি সঠিক কিছু বুঝতে না পেরে আমার বিভাগীয় প্রধান ও পরীক্ষক সমিতির সভাপতির শরণাপন্ন হলে তারা আমাকে বলেন যে, তাদের করণীয় কিছুই নেই। অবশেষে আমি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে যাই। আমার প্রতি তার তখনকার কটূক্তিটুকু শুধু অশোভনই নয়, অন্যায়ও যা পত্রস্থ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

প্রথমে যে মার্কসীট আমাকে দেয়া হয়েছিল তাতে আমার ১ম পত্র, ২য় পত্র, ৩য় পত্র ও ৪র্থ পত্রের যোগ ফল অনুযায়ীও আমি দ্বিতীয় পত্রে পেয়েছি ৫৭। মার্কসীটের সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর ও সেই যোগ ফল অনুযায়ী লেখা হয়েছিল। কিন্তু পরে তা ভুল সংশোধন (!) করতে গিয়ে এমনই নির্ভুল (!) দেয়া হয় যে, তাতে এটাই প্রতীয়মান হয় কর্তৃপক্ষ একাধিক জায়গায় (কি) ভুল করেছিলেন। ভুল কি মানুষের বহুবার হয়? একবার মার্কস তোলার ভুল, একবার যোগফলে ভুল। আরও একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য, লেখক এমনই উদাসীন ছিলেন যে, তিনি আমাদের পরীক্ষার সময়কাল সেপ্টেম্বর-নভেম্বর এর স্থলে লিখেছিলেন জুলাই-নভেম্বর। এখন কথা হল এ কেমন বিভ্রান্তিকর ফলাফল? পরীক্ষা দিলেই পরীক্ষার্থী কি কারো ইচ্ছের বা খেয়ালের দাস হতে পারে? এক জন ছাত্র বা ছাত্রীর একটা পরীক্ষায় দশ নম্বর অর্জন করা কতটা কষ্টসাধ্য এবং দশটা নম্বর তার জীবনে কত মূল্যবান সেটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ আমি পূর্বেও একটা ভুলের শিকার হয়েছিলাম। ভুলটা ছিল এরকম--আমি সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় পাস করা সত্ত্বেও আমার সাবসিডিয়ারী মার্কসীটে 'সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় অকৃতকার্য' সীলটি ভুল করে যুক্ত করে দেয়া হয়। ফলে আমাকে সেটা সংশোধন করানোর জন্যে সেই সময়ে জমা দিতে হয়। ভাগ্যক্রমে তখন আমি পার পেলেও এ যাত্রায় নিস্তার পাইনি।

আমার সর্বশেষ ও প্রধান প্রশ্ন: ভুল করবে ওরা আর ভুলের মাশুল দেব আমরা...এ কোন রীতি, কোন আইন? এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর সুষ্ঠু সমাধান প্রার্থনা করছি। প্রয়োজনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নম্বরপত্র প্রদর্শন করব।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।